???????? ???? ????

বিয়েতে মত ছিলো না নিশির।বিশাল লম্বা একটা লোক,নিশ্চিত এই লোকের বুদ্ধি হাঁটুতেই।

দাদি কে যতবার নিশি বলেছে তার বাবা কে বুঝাতে।

দাদি ততবারই ফোঁকলা দাঁত বের করে হেসে হেসে বলেছে "লাইন করছ বইন"?

নিশির পিত্তি জ্বলতো লাইন শব্দ টা শুনলে,প্রেম ভালোবাসার মতো সুন্দর শব্দটার প্রাগঐতিহাসিক নাম ছিলো লাইন করা।

নিশি তার মা'কে দিয়ে বাবা কে বলিয়েছে বিয়েতে তার মত নেই।

বাবার রাশভারী উত্তর ছিলো "হালিমা আমি কি তোমার মেয়ের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছি?"

নিশির বিয়ে হয়েছে দুই মাস হলো।

কাজিন বেড়াতে এসেছে নিশির বাসায়।গা ভর্তি গয়না পাট ভাঙ্গা শাড়ী তে কি অপরুপ লাগছে ওর কাজিন কে। শারমিন আপা এত আভিজাত্যের মাঝেও কেন যে দুঃখী নিশি বুঝে উঠতে পারেনা।

কেমন আছো আপা?

এই তো আছিরে।

তুই কেমন আছিস নিশি?

আর বলোনা আপা,লম্বুর নানান বায়না। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে কখনো বলবে-

"গায়ে হলুদে ফুলের সাজে তোমাকে কি যে ভালো লাগছিলো নিশি।তাই এই বেলি ফুলের গহনা গুলো আনলাম হলুদ শাড়ী টা পরবে সাথে ফুলের গহনা গুলোও"।

আবার কখনো বলবে, "নিশি যাওতো একটু চোখে কাজল পরে এসো, সাথে নীল শাড়ি টা প্লিজ"।
নিশি আইসক্রিম টা তোমার জন্য,আমড়া টা তোমার জন্য।আমার এসব ভালোলাগে না আপা।

শারমিন:নিশি রে তুই বড় কপাল নিয়ে জন্মেছিস।

নিশি: আর কপাল,তোমার কত সুখ আপা।কত গহনা, চাকর-বাকর,গাড়ি-বাড়ি।

শারমিন: কখনো স্বামীর অবহেলা পাসনি তো তাই বুঝিসনি,সুখ কি?

সন্ধ্যায় বাড়ি এলো আরমান,নিশি দুপুরে খেয়েছ?

জ্বী,টেবিলে ভাত দেয়া আছে খেয়েনিন ।

নিশি আমাকে কি তোমার পছন্দ না।

কেন, বলছেন এই কথা?

গত দুই মাসে প্রয়োজনের বাহিরে কোন কথাই বলোনি আমার সাথে।তুমি কি অন্য কাওকে ভালোবাসতে?

নিশি চুপ করে আছে।

বলো নিশি,চুপ করে থেকো না।একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে দুজন দুজন কে জানতে হয়,বুঝতে হয়।

নিশি এবার মুখ খুললো-
“লাইন করার টাইম দিলেন কই?”

আরমান হতভম্ব হয়ে গেলো,বউ টা এসব কোন ভাষা বলছে।

বাসায় ফিরে আরমান নিশির হাতে কতগুলো ব্যাগ দিয়ে বললো অফিসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভালোকরে রেখো।

আজ আরমান নিশির জন্য আলাদা করে কোন কিছু আনেনি।

একপাতা টিপ,একটা আইসক্রিম,এক ডজন চুড়ি, একটা আচার কিছুই না।

আরমান সব সময় গৃহস্থালি অন্যান্য বাজারের সাথে নিশির জন্য একটা না একটা কিছু নিয়ে আসবেই।

আজ কিছুই আনেনি।অথচ এই ছোট-খটো জিনিস গুলো দেখলে নিশির খুবই বিরক্ত লাগতো।নিশির বুক টা ফেঁটে যাচ্ছে, আজ লম্বু টা বলেও নি দুপুরে খেয়েছে কি না।

আরমানের কাছে গিয়ে বললো আপনার কি শরীর খারাপ।

-না,চিন্তা কর না।

-চা বানিয়ে দিবো?

-কিছু লাগবে না।

নিশির পৃথিবী টা চুরমার হয়ে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছে না।

তবে কি শারমিন আপার কথাই ঠিক?

স্বামীর অবহেলা তাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে।কেন তার স্বামী তাকে অবহেলা করছে?কোন উত্তর খোঁজে পাচ্ছে না। রাস্তায় পরে থাকা একটা ইট এনেও তো বলতে পারতো “এটা তোমার নিশি”।

রাত আট টা প্রায়, আরমানের ঘুম ভাঙ্গলো।

নিশি কে কেছে ডেকে এক প্যাকেট সেইফটিপিন দিয়ে বললো সেদিন শাড়ি টা সামলাতে পারছিলেনা।
আজ লাল একটা শাড়ি পর।আর শোন দুই কাপ চা, হালকা নাস্তা নিয়ে বারান্দায় এসো।

নিশির কাছে সেইফটিপিনের প্যাকেটটা কে মনে হচ্ছিলো এক মূল্যবান সম্পদ,তার মনেচাচ্ছে বুকের মাঝে অনেক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখতে।

বিশাল একটা চাঁদ এক গামলা পানির মধ্যে বন্দি করেছি নিশি তোমার জন্য।

গামলার স্বচ্ছ পানির নাচনে চাঁদ টা কেমন দুলছে।ছোট টি টেবিলে একটা ছোট্ট কেক।চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেলি ফুলের মালা।অদ্ভুদ এক মাদকতা পূর্ণ পরিবেশ।

আপনার মন খারাপ ছিলো কেন?

প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না আরমান।আজ তোমার জন্মদিন নিশি।

কেউ কখনো এভাবেই এই দিনটি নিয়ে ভাবেনি।

আমি তোমার গরিব স্বামী, হয়তো
তোমার কাজিনের মতো বড়লোক স্বামী হলে, বড় পার্টি দামি গহনা উপহার দিতো।
একটা নাকফুল ছাড়া এই জন্মদিনে তোমার জন্য আর কোন দামি গহনা কেনার সামর্থ্য আমার ছিলো না,নিশি।

আপনি এত বড় একটা চাঁদ কে আমার জন্য বন্দী করে ফেললেন,এরচেয়ে দামি আর বুদ্ধির কি হতে পারে।আমি তো নিশ্চিত ছিলাম আপনার বুদ্ধি হাঁটুতে।

আরমান বেশ জোরে জোরে হাসতে লাগলো,বউ টা কে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো “পাগলি বউ টা”।

নিশির চোখ থেক জল গড়িয়ে পরছে।

বিয়ের দিন বাবাও এভাবে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, পাগলি বাবার সাথে রাগ করে থাকতে পারবি না।

“তোকে অলংকার দেয়ার মতো সাথী দেইনি,অহংকার করার মতো সাথী দিলাম।”